আমানত সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৫

খসড়া

আমানত সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৫

সূচী

প্রস্তাবনা ১

অধ্যায় ১- সাধারণ বিধান ১

অধ্যায় ২- সংজ্ঞা ১

অধ্যায় ৩- আমানত সুরক্ষা ব্যবস্থা ৩

অধ্যায় ৪- আমানত সুরক্ষা তহবিল (ব্যাংক কোম্পানি) ৭

অধ্যায় ৫- আমানত সুরক্ষা তহবিল (ফাইন্যান্স কোম্পানি) ১০

অধ্যায় ৬-তহবিলের বিনিয়োগ ১২

অধ্যায় ৭- সুরক্ষিত আমানত পরিশোধ ১২

অধ্যায় ৮- দণ্ডের বিধান ১৪

অধ্যায় ৯-বিবিধ ১৫

অধ্যায় ১০- অন্তর্বর্তী বিধান ১৬

খসড়া

আমানত সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৫

প্রস্তাবনা

যেহেতু, জনগণের আস্থা বৃদ্ধির মাধ্যমে বাংলাদেশের আর্থিক খাতের স্থিতিশীলতা রক্ষায় অবদান রাখতে বাংলাদেশে কার্যরত ব্যাংক কোম্পানী ও ফাইন্যান্স কোম্পানিসমূহে গৃহীত আমানতের সুরক্ষা প্রদান করা প্রয়োজন, এবং

যেহেতু, আমানত সুরক্ষা সংক্রান্ত যথাযথ আইনি কাঠামো নির্ধারণের জন্য ব্যাংক আমানত বীমা আইন, ২০০০ (২০০০ সালের ১৮ নং আইন) রহিত করিয়া, ইহার যুগোপযোগী সংশোধন, পরিমার্জন, পরিবর্ধনপূর্বক পুনঃপ্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু, এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ অধ্যাদেশ করা হইলো:

অধ্যায় ১- সাধারণ বিধান

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।- (১) এই অধ্যাদেশ আমানত সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৫ (২০২৫ সনের ## নং অধ্যাদেশ) নামে অভিহিত হইবে।

(২) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে তারিখ নির্ধারণ করিবে, সেই তারিখে এই অধ্যাদেশ কার্যকর হইবে।

২। আইনের প্রাধান্য।– অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, দেশের ব্যাংক কোম্পানী ও ফাইন্যান্স কোম্পানির অবসায়ন বা রেজল্যুশনের ক্ষেত্রে আমানতকারীকে সুরক্ষা ও আর্থিক সহায়তা প্রদান সংক্রান্ত বিষয়ে এই অধ্যাদেশ প্রাধান্য পাইবে।

অধ্যায় ২- সংজ্ঞা

৩। সংজ্ঞা।– (১) বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই অধ্যাদেশে-

(ক) **"অবসায়ন"** অর্থ ব্যাংক-কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ধারা ৬৫, ব্যাংক রেজল্যুশন অধ্যাদেশ, ২০২৫ এর ধারা ৫২ এবং ফাইন্যান্স কোম্পানি আইন, ২০২৩ এর ধারা ৫১ এর অধীন অবসায়ন;

(খ) "**আমানত**" অর্থ সুদ বা মুনাফাভিত্তিক অথবা সুদ বা মুনাফাবিহীন চাহিবামাত্র বা অন্য কোন ভাবে পরিশোধের সকল শর্তসম্বলিত কোনো সদস্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক স্থানান্তর বা রশিদের মাধ্যমে মেয়াদি আমানত বা চাহিবামাত্র প্রদেয় আমানত হিসাবে গৃহীত অর্থ;

(গ) "**আমানত সুরক্ষা**" অর্থ কোন সদস্য প্রতিষ্ঠান অবসায়নের ক্ষেত্রে উহার আমানতকারীগণকে সুরক্ষিত আমানত পরিশোধের নিশ্চয়তা;

(ঘ) "**আমানত সুরক্ষা ব্যবস্থা**" অর্থ আমানত সুরক্ষার জন্য কার্যকরী পদ্ধতি;

(ঙ) "**আমানত সুরক্ষা তহবিল**" অর্থ এই অধ্যাদেশের বিধান অনুসারে আমানতের সুরক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্যে সদস্য প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে বা অন্য কোনো উৎস হইতে নিয়মিতভাবে সংগৃহীত আর্থিক সম্পদ, যাহা আমানত সুরক্ষা তহবিল (ব্যাংক কোম্পানি) এবং আমানত সুরক্ষা তহবিল (ফাইন্যান্স কোম্পানি) নামে অভিহিত হইবে; যাহা সম্মিলিতভাবে 'তহবিল' নামেও অভিহিত হইবে;

(চ) "**আমানতকারী**" অর্থ কোনো প্রাকৃতিক ব্যক্তি বা আইনি সত্তা যাহার কোনো সদস্য প্রতিষ্ঠানে অন্তত একটি আমানত হিসাব রহিয়াছে;

(ছ) "**তহবিলের নির্ধারিত আকার**" (Target Fund Size) অর্থ কার্যকর আমানত সুরক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করণার্থে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তহবিলের কাঙ্ক্ষিত পরিমাণ নির্ধারণ, যাহা সদস্য প্রতিষ্ঠানসমূহের মোট সুরক্ষিত আমানতের আনুপাতিক হিসাবে নির্ধারিত হইবে; যাহা ব্যাংক কোম্পানি ও ফাইন্যান্স কোম্পানির জন্য তহবিলের আকার পৃথকভাবে নির্ধারিত হইবে;

(জ) "**বার্ষিক ঝুঁকি-ভিত্তিক প্রিমিয়াম হার**" অর্থ পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত পদ্ধতি অনুযায়ী প্রতিটি সদস্য প্রতিষ্ঠানের জন্য ঝুঁকি নির্ধারণ এবং তদানুযায়ী শ্রেণীকরণের উপর ভিত্তি করিয়া নির্ধারিত বার্ষিক প্রিমিয়াম হার;

(ঝ) **"ঘাটতি অর্থায়ন"** অর্থ তহবিলের ব্যবহারযোগ্য স্থিতি এবং ধারা ১৪ ও ২৩ এর উপধারা ১, ২ এ উল্লিখিত অর্থায়নে প্রয়োজনীয় টাকায় প্রকাশিত অর্থের পার্থক্য;

(ঞ) "**পরিচালনা পর্ষদ**"অর্থ এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে গঠিত সর্বোচ্চ সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী কর্তৃপক্ষ যাহা 'পর্ষদ' নামেও অভিহিত হইবে;

(ট) "**নিরীক্ষক**" অর্থ Chartered Accountants Order, 1973 (P.O. No. 2 of 1973) এর article 2 (1) (b) এ সংজ্ঞায়িত চাটার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট বা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত ও তালিকাভুক্ত আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনের অধীন কোম্পানির নিরীক্ষক হওয়ার যোগ্য কোনো ব্যক্তি;

(ঠ) "**প্রিমিয়াম**" অর্থ এই অধ্যাদেশের অধীন সুরক্ষা প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণের জন্য কোনো সদস্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত অর্থ;

(ড) "**ফাইন্যান্স কোম্পানি**" অর্থ ফাইন্যান্স কোম্পানি আইন, ২০২৩ (২০২৩ সালের ৫৯ নং আইন) এর ধারা ২ এর উপ-ধারা (১৭) এর অধীন সংজ্ঞায়িত ফাইন্যান্স কোম্পানি;

(ঢ) "**বাংলাদেশ ব্যাংক**" অর্থ Bangladesh Bank Order, 1972 (P.O. No. 127 of 1972) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ ব্যাংক;

(ণ) "**ব্যাংক কোম্পানী**" অর্থ Bangladesh Bank Order, 1972 এর section 2 এর দফা (j) এর অধীন সংজ্ঞায়িত কোনো তফসিলি ব্যাংক;

(ত) "**সদস্য প্রতিষ্ঠান**" অর্থ ব্যাংক কোম্পানি ও ফাইন্যান্স কোম্পানি;

(থ) "**সুরক্ষা বহির্ভূত আমানত**" অর্থ এই অধ্যাদেশের অধীন সুরক্ষিত নহে এইরূপ নিম্নবর্ণিত আমানত, যথা: -

(১) সরকারের আমানত;

(২) সরকারি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের আমানত;

(৩) রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান, স্ব-শাসিত সংস্থা এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান এর আমানত, এই ক্ষেত্রে -

(ক) "**রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান**" অর্থ সরকার অথবা কোন স্ব-শাসিত সংস্থার মালিকানাধীন বা উহাতে ন্যস্ত অথবা শতকরা ৫০ (পঞ্চাশ) ভাগের অধিক সরকারের অর্থায়নে পরিচালিত কোন ব্যবসায়-উদ্যোগ, কোম্পানি, ব্যাংক, বীমা, আর্থিক প্রতিষ্ঠান অথবা শিল্প-বাণিজ্য সম্পর্কিত বা অনুরূপ কোনো প্রতিষ্ঠান;

(খ) **"স্ব-শাসিত সংস্থা"** অর্থ আপাতত বলবৎ কোন আইনের বিধান দ্বারা অথবা উহার অধীন প্রতিষ্ঠিত বা গঠিত এবং স্ব-শাসনে পরিচালিত অন্য কোন কমিশন অথবা কোন কর্তৃপক্ষ, কর্পোরেশন, ইন্সটিটিউশন বা সংবিধিবদ্ধ সংস্থা যাহার স্বতন্ত্র আইনগত সত্তা রহিয়াছে;

(গ) "**স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান**" অর্থ সংবিধানের ৫৯ অনুচ্ছেদ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, আইন দ্বারা বা উহার অধীন প্রতিষ্ঠিত বা গঠিত কোনো কর্তৃপক্ষ;

(৪) বিদেশি সরকারের আমানত;

(৫) বিদেশি সরকারের মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের আমানত;

(৬) আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের আমানত;

(৭) সদস্য প্রতিষ্ঠানের আমানত;

(৮) সদস্য প্রতিষ্ঠানের বৈদেশিক শাখায় সংগৃহীত আমানত;

(দ) "**সুরক্ষাযোগ্য আমানত**" অর্থ এই অধ্যাদেশের অধীন সুরক্ষা বহির্ভূত আমানত ব্যতীত অন্য সকল আমানত;

(ধ) "**সুরক্ষিত আমানত**" অর্থ সুরক্ষাযোগ্য আমানতের সর্বোচ্চ পরিমাণ/সীমা যাহা তহবিল হইতে এই অধ্যাদেশের অধীন সুরক্ষিত আমানতকারীগণকে প্রদান করা হইবে;

(ন) "**সুরক্ষিত আমানতকারী**" অর্থ কোনো আমানতকারী, সদস্য প্রতিষ্ঠানে যাহার সুরক্ষাযোগ্য আমানত জমা রহিয়াছে;

(প) "**আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান**" অর্থ এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (ADB), আন্তর্জাতিক পুনর্গঠন ও উন্নয়ন ব্যাংক (IBRD) , আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা (IDA) , আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (IMF) এবং অনুরূপ প্রতিষ্ঠানসমূহ অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(ফ) "**সরকার**" অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৫(৬) নং অনুচ্ছেদ এর অধীন প্রণীত কার্যবিধি, ১৯৯৬ এর তফসিল ১ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগ;

(ব) " **রেজল্যুশন"** অর্থ ব্যাংক রেজল্যুশন অধ্যাদেশ, ২০২৫ এর ধারা ৪ এর উপ ধারা ৪২ এ সংজ্ঞায়িত রেজল্যুশন;

(ভ) **"রেজল্যুশন অথরিটি"** অর্থ ব্যাংক রেজল্যুশন অধ্যাদেশ, ২০২৫ এর ধারা ৫ এ বর্ণিত রেজল্যুশন অথরিটি;

অধ্যায় ৩- আমানত সুরক্ষা ব্যবস্থা

৪। আমানত সুরক্ষা কর্তৃপক্ষ।– (১) সরকার, এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নার্থে, আমানত সুরক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করিবে এবং বাংলাদেশ ব্যাংক, আমানত সুরক্ষা কর্তৃপক্ষ (অতঃপর কর্তৃপক্ষ বলিয়া উল্লিখিত) হিসাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত হইবে;

(২) কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব, বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়মিত দায়িত্ব যেমন: নিয়ন্ত্রণ (regulatory), তদারকি (supervisory) এবং রেজল্যুশন ইত্যাদি সংক্রান্ত দায়িত্ব হইতে পৃথক ও স্বাধীন হইবে;

(৩) কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা এবং দায়িত্বের যথাযথ ও কার্যকর অনুশীলনের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক, তাহার সাংগঠনিক কাঠামোর অধীনে, একটি স্বতন্ত্র বিভাগ গঠন করিতে পারিবে যাহা "আমানত সুরক্ষা বিভাগ" নামে অভিহিত হইবে ।

(৪) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক, এই অধ্যাদেশের অধীন, কোন সদস্য প্রতিষ্ঠান বা এইরূপ কোন ব্যক্তি যাহার প্রতি কোন প্রবিধান, বিধি, নির্দেশনা বা গাইডলাইন জারি করা হইলে, তিনি অনতিবিলম্বে বা উহাতে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে তাহা পরিপালন করিবেন।

(৫) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক, এই অধ্যাদেশের অধীন, কোন নিয়ন্ত্রক (regulatory) বা তদারকি (supervisory) কর্তৃপক্ষ বা অনুরূপ অন্য কোন ব্যক্তি যাহার নিকট কোন বিষয়ে অনুরোধ করা হইলে, উক্ত অনুরোধ তিনি অনতিবিলম্বে বা উহাতে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে তাহা পরিপালন করিবেন।

(৬) আমানত সুরক্ষা কর্তৃপক্ষ, এই অধ্যাদেশ বা আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বা বাহিরে প্রতিষ্ঠিত কোন নিয়ন্ত্রণ (regulatory), তদারকি (supervisory), প্রয়োগকারী (enforcement), রেজল্যুশন, আমানত সুরক্ষা প্রদান সংক্রান্ত কর্তৃপক্ষ অথবা আন্তর্জাতিক মানদন্ড নির্ধারণকারী সংস্থাসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সহিত চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক সম্পাদন করিতে পারিবে।

(৭) উপ-ধারা (৬) এ উল্লিখিত চুক্তি ও সমঝোতা স্মারকে নিম্নবর্ণিত বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকিবে, যথা: -

(ক) পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে সুরক্ষিত আমানত পরিশোধ ও ব্যাংক রেজল্যুশনে আর্থিক সহায়তা প্রদান সংক্রান্ত বিষয়ে পরামর্শ গ্রহণ , প্রাক-প্রস্তুতিমূলক সহায়তা গ্রহণ, পূর্বজ্ঞাপন, সংশ্লিষ্ট সতর্কতা অবলম্বন ইত্যাদি বিষয়ে নিয়মিতভাবে তথ্য বিনিময়ের পদ্ধতি;

(খ) সুরক্ষিত আমানত পরিশোধে বা ব্যাংক রেজল্যুশনে আর্থিক সহায়তা প্রদানের পদ্ধতি সমন্বয়;

(গ) সকল তথ্যের গোপনীয়তা সংরক্ষণ করিতে হইবে এবং কর্তৃপক্ষের সুস্পষ্ট সম্মতি ব্যতীত প্রকাশ করা যাইবে না এইরূপ মর্মে শর্তাবলী; এবং

(ঘ) এই অধ্যাদেশের কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহ কর্তৃক প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত অন্য কোন বিষয়।

৫। আমানত সুরক্ষা বিভাগের ক্ষমতা ও দায়িত্ব।- (১) এই অধ্যাদেশের অধীন আমানত সুরক্ষা ব্যবস্থা বাস্তবায়নের জন্য, আমানত সুরক্ষা বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ (regulatory), তদারকি (supervisory), প্রয়োগকারী (enforcement) ও রেজল্যুশন সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পাদনকারী বিভাগসমূহ এবং আর্থিক খাত নিয়ন্ত্রণকারী অন্য কোন কর্তৃপক্ষের নিকট পূর্ণ সহযোগিতা চাহিতে পারিবে।

(২) উক্ত বিভাগ স্বাধীনভাবে দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনা করিবে, যাহা এই অধ্যাদেশ এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের অন্যান্য সকল প্রবিধানের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হইবে।

(৩) আমানত সুরক্ষা বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত নির্বাহী পরিচালক 'প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা' হিসাবে অভিহিত হইবেন।

(৪) দৈনন্দিন কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য আমানত সুরক্ষা বিভাগের নিম্নবর্ণিত ক্ষমতা থাকিবে, যথা: -

(ক) বিদ্যমান আইন এবং পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত প্রবিধান অনুযায়ী সদস্য প্রতিষ্ঠানসমূহের নিকট হইতে সরাসরিভাবে নির্ভুল ও বিশদ তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ;

(খ) বাংলাদেশ ব্যাংকের অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিভাগের নিকট হইতে সদস্য প্রতিষ্ঠানসমূহের তথ্য যাচাইকরণ;

(গ) এই অধ্যাদেশে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত নির্ধারিত ছকে অবসায়কের নিকট হইতে আমানতকারীর তথ্য সংগ্রহ;

(ঘ) সদস্য প্রতিষ্ঠানসমূহে সরেজমিন (on-site) পরিদর্শন;

(ঙ) কারিগরি, প্রযুক্তিগত এবং অন্যান্য সহায়তা গ্রহণ;

(চ) বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বা বাহিরে অবস্থিত আর্থিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর (financial safety net) আওতাভুক্ত সংস্থাসমূহ হইতে সময়োপযোগী, যথাযথ এবং বিশদ তথ্যসমূহ গ্রহণ ও পারস্পরিক তথ্য বিনিময়;

(ছ) বাংলাদেশ ব্যাংকের অন্যান্য সরেজমিন (on-site) পরিদর্শন বিভাগকে প্রয়োজন অনুযায়ী সুনির্দিষ্ট বিষয়সমূহ সরেজমিন পরিদর্শনের জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন; এবং

(জ) এই অধ্যাদেশে বর্ণিত অন্যান্য ক্ষমতা প্রয়োগ।

(৫) আমানত সুরক্ষা বিভাগের দায়িত্ব হইবে নিম্নরূপ, যথা: -

(ক) সদস্য প্রতিষ্ঠানসমূহ হইতে প্রেরিত তথ্যের ভিত্তিতে প্রিমিয়াম হিসাবায়ন ও সংগ্রহ;

(খ) পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদনের জন্য খসড়া বিধিমালা (উপ-আইন, প্রবিধানমালা, সার্কুলার, বিজ্ঞপ্তি, নির্দেশনাবলি) দাখিল;

(গ) পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদনের জন্য বার্ষিক বিনিয়োগ পরিকল্পনা দাখিল;

(ঘ) অনুমোদিত বিনিয়োগ নীতিমালা ও বার্ষিক বিনিয়োগ পরিকল্পনা অনুযায়ী তহবিলের অর্থ বিনিয়োগ;

(ঙ) তহবিলের নিয়মিত প্রক্ষেপণ (projection) পরিচালনা;

(চ) তহবিল হইতে সুরক্ষিত আমানত পরিশোধের সক্ষমতা মূল্যায়ন;

(ছ) পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদনের জন্য সুরক্ষিত আমানতের সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণের প্রস্তাব দাখিল;

(জ) পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদনের জন্য বার্ষিক প্রিমিয়াম হারের প্রস্তাব দাখিল;

(ঞ) তহবিলের আকার নির্ধারণের প্রস্তাব এবং তাহা অর্জনের জন্য প্রস্তাবিত সময়সীমা দাখিল;

(ট) জনসাধারণের অবগতির জন্য নিয়মিতভাবে মুদ্রণ ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় আমানত সুরক্ষা সংক্রান্ত তথ্য ও জনসচেতনতামূলক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ এবং এ সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্রম (যেমন: সভা, সেমিনার, কনফারেন্স, সিম্পোজিয়াম, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি) সম্পাদন;

(ঠ) আমানত সুরক্ষা বিভাগের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও তহবিলের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ড) সুরক্ষিত আমানত পরিশোধ পরবর্তী সময়ে ঝুঁকি ও সংকট মোকাবেলায় নীতি, পদ্ধতি ও কার্যকর ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ;

(ঢ) এই অধ্যাদেশ এবং পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত বিধি অনুসারে সুরক্ষিত আমানত পরিশোধের নিশ্চয়তা প্রদান;

(ণ) আমানতকারীগণের দ্রুততার সহিত পরিশোধ নিশ্চিত করিতে প্রয়োজনীয় পদ্ধতি ও প্রযুক্তিগত ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ত) বিনিয়োগ নীতিমালার অধীন ঝুঁকি নির্ধারণ ও তারল্য সংরক্ষণ;

(থ) বৎসরে কমপক্ষে ১ (এক) বার আমানত পরিশোধের অনুকৃতি (Simulation) পরিচালনা;

(দ) সরকারের নিকট নিরীক্ষিত ও অনুমোদিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রেরণ;

(ধ) পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোন কার্য সম্পাদন।

৬। পরিচালনা পর্ষদ গঠন।-(১) আমানত সুরক্ষা ব্যবস্থার জন্য পরিচালনা পর্ষদ (অতঃপর ‘পর্ষদ’ বলিয়া উল্লিখিত) আমানত সুরক্ষা ব্যবস্থার সর্বোচ্চ সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী সংস্থা হইবে।

(২) পরিচালনা পর্ষদ নিম্ন বর্ণিত মোট ৭ (সাত) সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথা:-

(ক) গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক, চেয়ারম্যান;

(খ) সচিব, অর্থবিভাগ, অর্থমন্ত্রণালয়, সদস্য;

(গ) সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, সদস্য;

(ঘ) আমানত সুরক্ষা বিভাগের দায়িত্ব প্রাপ্ত ডেপুটি গভর্নর, সদস্য;

(ঙ) দফা (ঘ)-তে বর্ণিত ডেপুটি গভর্নর ব্যতীত জ্যেষ্ঠতম ডেপুটি গভর্নর, সদস্য;

(চ) দফা (ঘ) ও (ঙ)-তে বর্ণিত ডেপুটি গভর্নর ব্যতীত পরবর্তী জ্যেষ্ঠতম ডেপুটি গভর্নর, সদস্য;

(ছ) উত্তম নৈতিকতার সহিত কমপক্ষে ১৫ (পনেরো) বৎসর আর্থিক ও ব্যাংকিং খাতে কাজের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন একজন বিশেষজ্ঞ, সদস্য; উক্ত সদস্যের কোনো স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সংঘাত থাকিবে না, তিনি পর্ষদ কর্তৃক সঙ্গত এবং যথাযথ (fit and proper test) প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ৩ (তিন) বৎসরের জন্য নির্বাচিত হইবেন।

৭। পরিচালনা পর্ষদের ক্ষমতা।–পরিচালনা পর্ষদ নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহে অনুমোদন করিবে, যথা:-

(ক) আমানত সুরক্ষা ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণকারী বিধিমালা, প্রবিধানমালা, উপ-আইন, নির্দেশনা ও বিনিয়োগ নীতি;

(খ) প্রতি ৩ (তিন) বৎসরে অন্তত একবার সুরক্ষিত আমানতের সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ;

(গ) ধারা ১৪(২) এবং ২৩(২) অনুসারে ব্যাংক রেজল্যুশনে আর্থিক সহায়তা প্রদানের জন্য তহবিল হইতে অর্থ ব্যয়;

(ঘ) ঝুঁকি ভিত্তিক প্রিমিয়াম হার নির্ধারণ পদ্ধতি;

(ঙ) বার্ষিক ঝুঁকি ভিত্তিক প্রিমিয়াম হার;

(চ) প্রারম্ভিক ও বিশেষ প্রিমিয়াম হার;

(ছ) তহবিলের আকার নির্ধারন;

(জ) তহবিলের অর্থ বিনিয়োগের জন্য বার্ষিক বিনিয়োগ পরিকল্পনা ও নীতি;

(ঝ) বিনিয়োগ নীতির আওতায় ঝুঁকি মূল্যায়ন ও তারল্য সংরক্ষণ প্রতিবেদন;

(ঞ) আমানত সুরক্ষা বিভাগের নির্বাহী পরিচালককে 'প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা' হিসাবে দায়িত্ব প্রদান;

(ট) তহবিলের ঘাটতির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকার হইতে অনুদান অথবা ঋণ গ্রহণের অনুরোধ জ্ঞাপন;

(ঠ) তহবিলের আয় ও ব্যয় সংক্রান্ত বার্ষিক বাজেট;

(ড) তহবিল পরিচালনা ও প্রশাসন সংক্রান্ত সার্বিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ;

(ঢ) তহবিল নিরীক্ষার জন্য নিরীক্ষক নিয়োগ;

(ণ) এই অধ্যাদেশ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় প্রযোজ্য ক্ষেত্রে চুক্তি সম্পাদন;

(ত) প্রয়োজন সাপেক্ষে, ইসলামী শরীয়াহ ভিত্তিক ব্যাংক কোম্পানী ও ফাইন্যান্স কোম্পানিসমূহের জন্য একটি পৃথক উপদেষ্টা পর্ষদ গঠন।

৮। পরিচালনা পর্ষদের সভা।–(১) পরিচালনা পর্ষদের সভা প্রতি ত্রৈমাসিক অন্তত একবার অনুষ্ঠিত হইবে।

(২) সদস্যগণের সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতার উপস্থিতিতে পর্ষদের যে কোনো সভায় কোরাম গঠিত হইবে।

(৩) কোনো সভায় চেয়ারম্যানের অনুপস্থিতিতে, উক্ত সভায় উপস্থিত সদস্যগণের মধ্য হইতে অন্য কোন সদস্য সভাপতিত্ব করিবার জন্য নির্বাচিত হইবেন।

(৪) বাংলাদেশ ব্যাংকের আমানত সুরক্ষা বিভাগ, পর্ষদের সচিবালয় হিসাবে কাজ করিবে; এবং আমানত সুরক্ষা ব্যবস্থার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) দাপ্তরিক কার্যাবলির জন্য ভোটাধিকারবিহীন সদস্য সচিব হইবেন।

(৫) পর্ষদের প্রত্যেক সদস্য ও সচিবালয়ের অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ তাহাদের দায়িত্ব ও কার্যাবলি সম্পাদনকালে সংগৃহীত তথ্য, সভায় সদস্যগণের প্রদত্ত মতামত এবং অন্যান্য তথ্যাবলির বিষয়ে কঠোর গোপনীয়তা বজায় রাখিবেন।

(৭) পর্ষদের সভায় যোগদানের জন্য সদস্যগণ প্রযোজ্য হারে সম্মানী ও অন্যান্য সুবিধা লাভের অধিকারী হইবেন।

(৮) সভা সংক্রান্ত আনুষঙ্গিক ব্যয় তহবিলের অনুমোদিত বার্ষিক বাজেট হইতে নির্বাহ করা যাইবে।

অধ্যায় ৪- আমানত সুরক্ষা তহবিল (ব্যাংক কোম্পানি)

৯। আমানত সুরক্ষা তহবিল (ব্যাংক কোম্পানি) ।– (১) ব্যাংক কোম্পানীর আমানতকারীকে সুরক্ষা প্রদানের জন্য এই অধ্যাদেশের অধীন আমানত সুরক্ষা তহবিল গঠিত হইবে;

(২) ব্যাংক কোম্পানীর জন্য গঠিত আমানত সুরক্ষা তহবিল 'আমানত সুরক্ষা তহবিল (ব্যাংক কোম্পানি)' নামে অভিহিত হইবে এবং এই অধ্যাদেশে নির্ধারিত উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইবে।

(৩) উক্ত তহবিল, ব্যাংক কোম্পানি ব্যতীত অন্য কোনো আমানতকারীকে সুরক্ষা প্রদানে ব্যবহৃত হইবে না।

(৪) তহবিলটি বাংলাদেশ ব্যাংকে একটি পৃথক হিসাবের মাধ্যমে পরিচালনা করা হইবে।

(৫) উক্ত তহবিল বাংলাদেশ ব্যাংকের অন্যান্য তহবিল হইতে পৃথক ও স্বতন্ত্র হইবে।

(৬) তহবিল বা উহার কোনো অংশ কোনো বিশেষ ঋণের বিপরীতে লিয়েন হিসাবে ব্যবহার করা যাইবে না।

(৭) ব্যাংক আমানত বীমা আইন, ২০০০ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত 'আমানত বীমা ট্রাস্ট তহবিল' এর জমাকৃত অর্থ এই অধ্যাদেশের অধীন প্রতিষ্ঠিত আমানত সুরক্ষা তহবিলে (ব্যাংক কোম্পানি) প্রারম্ভিক জমা হিসাবে স্থানান্তরিত হইবে।

১০। আমানত সুরক্ষা তহবিল (ব্যাংক কোম্পানি) এর উৎস।–

(ক) ব্যাংক কোম্পানীর নিকট হইতে প্রাপ্ত প্রারম্ভিক, বার্ষিক ঝুঁকি ভিত্তিক এবং বিশেষ প্রিমিয়াম;

(খ) ব্যাংক কোম্পানীর নিকট হইতে এই অধ্যাদেশের অধীন আরোপিত ও সংগৃহীত জরিমানা;

(গ) বিনিয়োগ হইতে প্রাপ্ত মুনাফা;

(ঘ) অবসায়িত ব্যাংক কোম্পানীর পরিসম্পদ হইতে সমন্বয়কৃত অর্থ;

(ঙ) পরিশোধের শর্তবিহীন অন্যান্য তহবিল।

১১। প্রারম্ভিক প্রিমিয়াম।– (১) এই অধ্যাদেশ জারীর পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশে নূতন লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্রতিটি ব্যাংক কোম্পানি স্বয়ংক্রিয়ভাবে এই অধ্যাদেশের অধীন আমানত সুরক্ষা ব্যবস্থার সদস্য হইবে।

(২) লাইসেন্স প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে, তহবিলের প্রারম্ভিক প্রিমিয়াম হিসাবে উহার পরিশোধিত মূলধনের ০.৫ (শূন্য দশমিক পাঁচ) শতাংশ এককালীন অর্থ জমা করিবে।

(৩) ব্যাংক আমানত বীমা আইন, ২০০০ এর আওতাধীন বীমাকৃত ব্যাংক কোম্পানিসমূহ আমানত সুরক্ষা ব্যবস্থার সদস্য বলিয়া গণ্য হইবে এবং উহাদের জন্য কোনো প্রারম্ভিক প্রিমিয়াম প্রযোজ্য হইবে না।

১২। বার্ষিক ঝুঁকি ভিত্তিক প্রিমিয়াম।–(১) প্রত্যেক ব্যাংক কোম্পানী, আমানত সুরক্ষা প্রাপ্তির জন্য নিয়মিত প্রিমিয়াম প্রদান করিবে।

(২) প্রত্যেক অর্থবৎসরে প্রদেয় বার্ষিক প্রিমিয়ামের হার, পূর্ববর্তী অর্থবৎসরের ৩০ এপ্রিলের মধ্যে, পর্ষদ কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

(৩) সকল ব্যাংক কোম্পানীর ঝুঁকির মাত্রা এবং তহবিলের নির্ধারিত আকারের পরিমাণ বিবেচনা করিয়া, পর্ষদ কর্তৃক, ঝুঁকিভিত্তিক শ্রেণিবিন্যাসিত প্রতিটি ব্যাংকের জন্য অনুমোদিত পদ্ধতি অনুযায়ী প্রিমিয়াম হার নির্ধারিত হইবে।

(৪) বার্ষিক প্রিমিয়াম প্রতি ত্রৈমাসিকে, সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কোম্পানীর সুরক্ষিত আমানতের ত্রৈমাসিক গড় পরিমাণের ভিত্তিতে হিসাবায়ন ও সংগ্রহ করা হইবে;

(৫) সকল ব্যাংক কোম্পানী প্রিমিয়ামের অর্থ 'আমানত সুরক্ষা তহবিল (ব্যাংক কোম্পানী)' এর নির্ধারিত হিসাবে পরবর্তী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে জমা করিবে,

(৬) ব্যাংক কোম্পানী কর্তৃক প্রদত্ত প্রিমিয়াম স্বীয় প্রতিষ্ঠানের পরিচালন ব্যয় হিসাবে বিবেচিত হইবে।

১৩। বিশেষ প্রিমিয়াম।– (১) পরিশোধিতব্য সুরক্ষিত আমানতের পরিমাণ, তহবিলের মোট পরিমাণের অধিক হইলে বাংলাদেশ ব্যাংক বিশেষ প্রিমিয়াম ধার্য করিতে পারিবে।

(২) বিশেষ প্রিমিয়াম বৎসরে একবারের অধিক ধার্য করা যাইবে না এবং উহা বার্ষিক ঝুঁকি ভিত্তিক প্রিমিয়াম হারের অধিক হইবে না।

১৪। আমানত সুরক্ষা তহবিল (ব্যাংক কোম্পানী) এর ব্যবহার।—(১) এই তহবিলের প্রাথমিক ব্যবহার হইবে ব্যাংক কোম্পানী অবসায়নের ক্ষেত্রে সুরক্ষিত আমানত পরিশোধ।

(২) ব্যাংক রেজল্যুশনে আর্থিক সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রেও তহবিল ব্যবহার করা যাইবে, তবে নিশ্চিত করিতে হইবে যে, আমানতকারীগণ, "ব্যাংক রেজল্যুশন অধ্যাদেশ, ২০২৫" এর ধারা ৪০ এর বর্ণনা মোতাবেক, একটি হস্তান্তরগ্রহীতা ব্যাংক বা ব্রিজ ব্যাংকের মাধ্যমে নিরবচ্ছিন্নভাবে তাহাদের সুরক্ষিত আমানত ব্যবহারের সুযোগ পাইবে; উক্তরূপ আর্থিক সহায়তা নিম্নলিখিত শর্তাবলীর অধীনে প্রদান করা যাইবেঃ

(ক) সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কোম্পানী অবসায়নের ক্ষেত্রে প্রদেয় সুরক্ষিত আমানতের মোট পরিমাণের তুলনায় রেজল্যুশনে প্রদেয় আর্থিক সহায়তার পরিমাণ কোনক্রমেই বেশি হইবে না;

(খ) রেজল্যুশনের জন্য বিবেচনাধীন কোনো সমস্যাগ্রস্ত (distressed) ব্যাংকের লাইসেন্স ইতিমধ্যে প্রত্যাহার করা হইয়াছে বা বাংলাদেশ ব্যাংক বা রেজল্যুশন অথরিটি কর্তৃক একটি নির্দিষ্ট তারিখে প্রত্যাহার করিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে;

(গ) সমস্যাগ্রস্ত (distressed) ব্যাংকের সম্পদ ও দায় রেজল্যুশন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে একটি হস্তান্তরগ্রহীতা (transferee) ব্যাংক বা ব্রিজ ব্যাংকে স্থানান্তর বা বিক্রয় করা হইয়াছে, এবং সমস্যাগ্রস্ত ব্যাংক কোম্পানিটির অবশিষ্টাংশ আবশ্যিকভাবে অবসায়িত হইবে;

(ঘ) আর্থিক সহায়তা, নগদ বা নগদ সমতুল্য (এবং/অথবা সরকারি সিকিউরিটিজ) আকারে হস্তান্তরগ্রহীতা ব্যাংক বা ব্রিজ ব্যাংককে প্রদান করা যাইবে।

(৩) অনুমোদিত বার্ষিক বাজেট অনুযায়ী বিনিয়োগ ও ব্যয়ের জন্য তহবিলের অর্থ ব্যবহৃত হইবে।

(৪) এই অধ্যাদেশের ধারা ১৬ এর আওতায় গৃহীত ঋণ পরিশোধে অর্থ ব্যয় করা যাইবে।

(৫) এই অধ্যাদেশের অধীন আমানত সুরক্ষা তহবিল হইতে রেজল্যুশনে আর্থিক সহায়তা প্রদান এবং অবসায়িত ব্যাংক কোম্পানির পরিসম্পদ হইতে তা সমন্বয়ের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক বিধিমালা প্রণয়ন করিবে।

১৫। তহবিলের আকার নির্ধারণ ।— (১) পর্ষদ প্রতি ০৩ (তিন) বছরে কমপক্ষে একবার তহবিলের কাঙ্খিত পরিমাণ নির্ধারন করিবে।

(২) তহবিলের কাঙ্খিত পরিমাণ অর্থ সংগ্রহের লক্ষ্যে নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়নের ভিত্তিতে পর্ষদ বার্ষিক প্রিমিয়ামের হার সমন্বয় করিতে পারিবে।

১৬। তহবিলে ঘাটতি অর্থায়ন।—(১) ধারা ১৪ এর উপ-ধারা (১) ও (২) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রয়োজনীয় অর্থের তুলনায় তহবিল অপ্রতুল হইলে, ঘাটতি অর্থ নিম্নবর্ণিত উপায়ে সংস্থান করা হইবে, যথা: -

(ক) সদস্য প্রতিষ্ঠান হইতে বিশেষ প্রিমিয়াম সংগ্রহ;

(খ) সরকার অথবা অন্য কোন উৎস হইতে পরিশোধের শর্তবিহীন অর্থ সহায়তা গ্রহণ;

(গ) সরকার হইতে ঋণ আকারে আর্থিক সহায়তা গ্রহণ।

(২) ঘাটতি অর্থায়ন মোকাবেলায়, বাংলাদেশ ব্যাংক, এই অধ্যাদেশ জারীর পর অনতিবিলম্বে সরকারের সহিত সমঝোতা স্মারক অথবা সহযোগিতা স্মারক স্বাক্ষর করিবে।

(৩) প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে, তহবিলের আওতাধীন সরকারী সিকিউরিটিজ জামানত রাখিয়া বা ক্রয় করিয়া বাংলাদেশ ব্যাংক জরুরি অর্থ সহায়তা প্রদান করিতে পারিবে।

অধ্যায় ৫- আমানত সুরক্ষা তহবিল (ফাইন্যান্স কোম্পানি)

১৭। আমানত সুরক্ষা ব্যবস্থায় ফাইন্যান্স কোম্পানির অন্তর্ভুক্তি—(১) বাংলাদেশে কার্যরত সকল ফাইন্যান্স কোম্পানি, ১ জুলাই, ২০২৮ তারিখ হইতে আমানত সুরক্ষা ব্যবস্থার সদস্য হিসাবে অন্তর্ভূক্ত হইবে এবং ৩১ জুলাই, ২০২৮ তারিখের মধ্যে প্রারম্ভিক প্রিমিয়াম জমা প্রদান করিবে।

(২) সদস্য হিসাবে অন্তর্ভূক্তির তারিখ হইতে নিয়মিত প্রিমিয়াম প্রদান করিবে।

১৮। আমানত সুরক্ষা তহবিল (ফাইন্যান্স কোম্পানি) ।— (১) ফাইন্যান্স কোম্পানির আমানতকারীগণের সুরক্ষার জন্য এই অধ্যাদেশের অধীন আমানত সুরক্ষা তহবিল গঠন করা হইবে।

(২) ফাইন্যান্স কোম্পানির জন্য গঠিত আমানত সুরক্ষা তহবিল 'আমানত সুরক্ষা তহবিল (ফাইন্যান্স কোম্পানি)' নামে অভিহিত হইবে।

(৩) ফাইন্যান্স কোম্পানি ব্যতীত অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের আমানতকারীকে সুরক্ষা প্রদানের জন্য এই তহবিল ব্যবহৃত হইবে না।

(৪) তহবিলটি বাংলাদেশ ব্যাংকে একটি পৃথক হিসাবের মাধ্যমে পরিচালিত হইবে।

(৫) এই তহবিল বাংলাদেশ ব্যাংকের অন্যান্য তহবিল হইতে পৃথক ও স্বতন্ত্র হইবে।

(৬) এই তহবিল বা উহার অংশ কোনো বিশেষ ঋণের বিপরীতে লিয়েন হিসাবে ব্যবহার করা যাইবে না।

১৯। আমানত সুরক্ষা তহবিল (ফাইন্যান্স কোম্পানি) এর উৎস।—

(ক) ফাইন্যান্স কোম্পানির নিকট হইতে প্রাপ্ত প্রারম্ভিক, বার্ষিক ঝুঁকি ভিত্তিক এবং বিশেষ প্রিমিয়াম;

(খ) বাংলাদেশ ব্যাংক, সরকার, বা আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত প্রাথমিক তহবিল (seed funding);

(গ) ফাইন্যান্স কোম্পানি সমূহের নিকট হইতে এই অধ্যাদেশের অধীন আরোপিত ও সংগৃহীত জরিমানা;

(ঘ) বিনিয়োগ হইতে প্রাপ্ত মুনাফা;

(ঙ) অবসায়িত ফাইন্যান্স কোম্পানি পরিসম্পদ হইতে সমন্বয়কৃত অর্থ;

(চ) পরিশোধের শর্তবিহীন অন্যান্য তহবিল।

২০। প্রারম্ভিক প্রিমিয়াম।— (১) বাংলাদেশে কার্যক্রম পরিচালনাকারী সকল ফাইন্যান্স কোম্পানি এই অধ্যাদেশের অধীন স্বয়ংক্রিয়ভাবে আমানত সুরক্ষা ব্যবস্থার সদস্য হইবে, এবং উহার পরিশোধিত মূলধনের ০.৫ (শূন্য দশমিক পাঁচ) শতাংশ হারে প্রারমিক প্রিমিয়াম প্রদান করিবে।

(২) ১ জুলাই, ২০২৮ তারিখে বা উহার পরে লাইসেন্স প্রাপ্ত ফাইন্যান্স কোম্পানি সমূহ স্বয়ংক্রিয়ভাবে আমানত সুরক্ষা ব্যবস্থার সদস্য হইবে এবং লাইসেন্স প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে প্রারম্ভিক প্রিমিয়াম প্রদান করিবে।

২১। বার্ষিক ঝুঁকি-ভিত্তিক প্রিমিয়াম।—(১) প্রত্যেক সদস্য ফাইন্যান্স কোম্পানি, আমানত সুরক্ষার জন্য নিয়মিত প্রিমিয়াম প্রদান করিবে।

(২) প্রত্যেক অর্থবৎসরে প্রদেয় বার্ষিক প্রিমিয়ামের হার পূর্ববর্তী অর্থবৎসরের ৩০ এপ্রিলের মধ্যে পর্ষদ কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

(৩) সকল ফাইন্যান্স কোম্পানির ঝুঁকির মাত্রা এবং তহবিলের নির্ধারিত আকারের পরিমাণ বিবেচনা করিয়া, পর্ষদ কর্তৃক, ঝুঁকিভিত্তিক শ্রেণিবিন্যাসিত প্রতিটি ফাইন্যান্স কোম্পানির জন্য অনুমোদিত পদ্ধতি অনুযায়ী প্রিমিয়াম হার নির্ধারিত হইবে।

(৪) বার্ষিক প্রিমিয়াম প্রতি ত্রৈমাসিকে, সংশ্লিষ্ট ফাইন্যান্স কোম্পানির সুরক্ষিত আমানতের ত্রৈমাসিক গড় পরিমাণের ভিত্তিতে হিসাবায়ন ও সংগ্রহ করা হইবে;

(৫) সকল ফাইন্যান্স কোম্পানি প্রিমিয়ামের অর্থ 'আমানত সুরক্ষা তহবিল (ফাইন্যান্স কোম্পানি)' এর নির্ধারিত হিসাবে পরবর্তী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে জমা করিবে,

(৬) ফাইন্যান্স কোম্পানি কর্তৃক প্রদত্ত প্রিমিয়াম স্বীয় প্রতিষ্ঠানের পরিচালন ব্যয় হিসাবে বিবেচিত হইবে।

২২। বিশেষ প্রিমিয়াম।— (১) পরিশোধিতব্য সুরক্ষিত আমানতের পরিমাণ, তহবিলের মোট পরিমাণের অধিক হইলে বাংলাদেশ ব্যাংক বিশেষ প্রিমিয়াম ধার্য করিতে পারিবে।

(২) বিশেষ প্রিমিয়াম বৎসরে একবারের অধিক ধার্য করা যাইবে না এবং উহা বার্ষিক ঝুঁকি ভিত্তিক প্রিমিয়াম হারের অধিক হইবে না।

২৩। আমানত সুরক্ষা তহবিল (ফাইন্যান্স কোম্পানি) ব্যবহার।—

(১) এই তহবিলের প্রাথমিক ব্যবহার হইবে সদস্য ফাইন্যান্স কোম্পানি অবসায়নের ক্ষেত্রে সুরক্ষিত আমানত পরিশোধ।

(২) বিশেষক্ষেত্রে, যদি বাংলাদেশ ব্যাংক বা রেজল্যুশন অথরিটি, "ব্যাংক রেজল্যুশন অধ্যাদেশ, ২০২৫" এর ধারা ৯৮ এর অধীনে নির্ধারিত শর্ত বিবেচনায় ফাইন্যান্স কোম্পানির রেজল্যুশনের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদানের অনুরোধ করে তবে সেক্ষেত্রে এই অধ্যাদেশের ধারা ১৪(২) এর অনরূপ শর্ত পূরণ সাপেক্ষে এই তহবিল ব্যবহার করা যাইবে;

(৩) অনুমোদিত বার্ষিক বাজেট অনুযায়ী বিনিয়োগ ও ব্যয়ের জন্য তহবিলের অর্থ ব্যবহৃত হইবে।

(৪) এই অধ্যাদেশের ধারা ২৫ এর আওতায় গৃহীত ঋণ পরিশোধে অর্থ ব্যয় করাড়ড় যাইবে।

(৫) এই অধ্যাদেশের অধীন আমানত সুরক্ষা তহবিল হইতে রেজল্যুশনে আর্থিক সহায়তা প্রদান এবং অবসায়িত ফাইন্যান্স কোম্পানির পরিসম্পদ হইতে তা সমন্বয়ের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক বিধিমালা প্রণয়ন করিবে।

২৪। তহবিলের আকার নির্ধারণ ।— (১) পর্ষদ প্রতি ০৩ (তিন) বছরে কমপক্ষে একবার তহবিলের কাঙ্খিত পরিমাণ নির্ধারন করিবে।

(২) তহবিলের কাঙ্খিত পরিমাণ অর্থ সংগ্রহের লক্ষ্যে নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়নের ভিত্তিতে পর্ষদ বার্ষিক প্রিমিয়ামের হার সমন্বয় করিতে পারিবে।

২৫। তহবিলের ঘাটতি অর্থায়ন।–(১) ধারা ২৩ এর উপ-ধারা (১) ও (২) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রয়োজনীয় অর্থের তুলনায় তহবিল অপ্রতুল হইলে, ঘাটতি অর্থ নিম্নবর্ণিত উপায়ে সংস্থান করা হইবে, যথা: -

(ক) ফাইন্যান্স কোম্পানি হইতে বিশেষ প্রিমিয়াম সংগ্রহ;

(খ) সরকার অথবা অন্য কোন উৎস হইতে পরিশোধের শর্তবিহীন অর্থ সহায়তা গ্রহণ;

(গ) সরকার হইতে ঋণ আকারে আর্থিক সহায়তা গ্রহণ।

(২) ঘাটতি অর্থায়ন মোকাবেলায়, বাংলাদেশ ব্যাংক, অধ্যাদেশ জারীর পর অনতিবিলম্বে সরকারের সহিত সমঝোতা স্মারক অথবা সহযোগিতা স্মারক স্বাক্ষর করিবে।

(৩) প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে, বাংলাদেশ ব্যাংক, জরুরি অর্থ সহায়তা প্রদান করিতে পারিবে, যাহা বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

অধ্যায় ৬-তহবিলের বিনিয়োগ

২৬। বিনিয়োগ নীতি।– (১) আমানত সুরক্ষা বিভাগ, পর্ষদের অনুমোদনের জন্য খসড়া বিনিয়োগ নীতিমালা প্রস্তাব করিবে।

(২) বিনিয়োগ নীতিমালা প্রণয়নে অধিক মুনাফা অর্জন অপেক্ষা নিরাপদ বিনিয়োগের ক্ষেত্র, বৈচিত্র্যময়তা ও তহবিলের তারল্য সংরক্ষণকে প্রাধান্য দিতে হইবে।

(৩) বিনিয়োগ কার্যক্রমের যথাযথ ব্যবস্থাপনার স্বার্থে, প্রয়োজনে, কোনো পেশাগত পরিসম্পদ ব্যবস্থাপক নিয়োগ করা যাইবে।

২৭। তহবিলের বিনিয়োগ কার্যক্রম।– (১) আমানত সুরক্ষা বিভাগ, পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত বিনিয়োগ নীতিমালা এবং ঝুঁকি গ্রহণ সক্ষমতা অনুযায়ী কর্তৃক বিনিয়োগ করা হইবে।

(২) আমানত সুরক্ষা বিভাগ, বার্ষিক বিনিয়োগ পরিকল্পনা প্রণয়ন করিবে এবং পর্ষদ প্রতি অর্থ বৎসর আরম্ভের পূর্বে, উহা অনুমোদন করিবে।

(৩) তহবিলের অর্থ, স্বল্প ঝুঁকিপূর্ণ খাত তথা সার্বভৌম বন্ড এবং অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও উন্নয়ন সংস্থা (ওইসিডি) দেশ সমূহের কেন্দ্রীয় ব্যাংক, আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত রেটিং এজেন্সি কর্তৃক সর্বোচ্চ রেটিং প্রাপ্ত অন্যান্য সিকিউরিটিজসমূহে বিনিয়োগ করা যাইবে।

(৪) আমানত সুরক্ষা বিভাগ নিয়মিতভাবে বিনিয়োগ পোর্টফোলিও এর প্রতিবেদন পর্ষদে দাখিল করিবে।

২৮। কর অব্যাহতি।– আয়কর আইন, ২০২৩, ব্যবসায়িক মুনাফা আইন, ১৯৪৭ বা আয়কর বা অধিকর বা ব্যবসায়িক মুনাফা কর সংক্রান্ত বিদ্যমান আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, তহবিলের আয় বা মুনাফা বা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে কোনো আয়কর বা অন্য কোনো কর, উহা যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, প্রযোজ্য হইবে না।

অধ্যায় ৭- সুরক্ষিত আমানত পরিশোধ

২৯। সুরক্ষিত আমানতের সর্বোচ্চ সীমা।– (১) প্রত্যেক সদস্য প্রতিষ্ঠানের, প্রত্যেক আমানতকারীর জন্য সুরক্ষিত আমানতের সর্বোচ্চ সীমা হইবে ২ (দুই) লক্ষ টাকা;

(২) পর্ষদ, প্রতি ৩ (তিন) বৎসরে অন্তত একবার সুরক্ষিত আমানতের সীমা পুনর্বিবেচনা করিবে; এবং এতদ্ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত, বাংলাদেশ ব্যাংকের বিজ্ঞপ্তি ও নোটিশ আকারে প্রকাশ করিবে।

৩০। সুরক্ষিত আমানতের পরিমাণ নির্ধারণ।– (১) কোন সদস্য প্রতিষ্ঠানের অবসায়নের তারিখে প্রত্যেক সুরক্ষিত আমানতকারীর সুরক্ষিত আমানত হিসাবকালে -

(ক) সকল বৈদেশিক মুদ্রার আমানত উপরে বর্ণিত তারিখ অনুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রকাশিত গড় বিনিময় হারে টাকায় গণনা করা হইবে;

(খ) উপরি-বর্ণিত তারিখ পর্যন্ত সুরক্ষিত আমানতের স্থিতির উপর অর্জিত সুদ বা মুনাফা যুক্ত হইবে;

(গ) যদি কোনো আমানতকারীর অন্য কোনো আমানতকারীর সঙ্গে যৌথহিসাব থাকে, তাহা হইলে উক্ত যৌথ হিসাবের স্থিতি তাহার মোট সুরক্ষিত আমানতের সহিত সমপরিমাণে বা যৌথ হিসাব চুক্তির অংশ অনুসারে যুক্ত করা হইবে;

(ঘ) কোনো আমানতকারীর একাধিক আমানত হিসাব থাকিলে তাহার সকল আমানত হিসাব একত্রিত করিয়া সুরক্ষিত আমানতের পরিমাণ নির্ধারন করা হইবে;

(২) যদি এই ধারার উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত মোট আমানতের পরিমাণ ধারা ২৯ এ উল্লিখিত পরিমাণ অপেক্ষা অধিক হয়, তাহা হইলে তাহাকে তহবিল হইতে এই অধ্যাদেশ দ্বারা সুরক্ষিত পরিমাণের অধিক অর্থ প্রদান করা হইবে না।

(৩) কোনো আমানতকারীর, এই অধ্যাদেশের ধারা ২৯ এ নির্ধারিত সুরক্ষিত আমানতের অতিরিক্ত আমানত থাকিলেও তাহা তহবিল হইতে প্রদান করা হইবে না; বরং এইরূপ অতিরিক্ত আমানতের জন্য আমানতকারী অবসায়ক মারফত পরিশোধের দাবিপ্রাপ্ত হইবেন।

৩১। একক গ্রাহক ভিত্তিক (single customer view) তথ্য।– (১) এই অধ্যাদেশের ধারা ১৪ এর উপ-ধারা (১) এবং ধারা ২৩ এর উপ-ধারা (১) এর আওতায় সুরক্ষিত আমানত পরিশোধের লক্ষ্যে, অবসায়ক, অবসায়নের আদেশে উল্লিখিত নিয়োগের তারিখ হইতে ৫ (পাঁচ) কার্যদিবসের মধ্যে, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত ও নির্দেশিত ফর্মে ও ছকে সুরক্ষিত আমানতকারীর তালিকা এবং সুরক্ষিত আমানতের পরিমাণ বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরণ করিবেন।

(২) এই অধ্যাদেশের ধারা ১৪ এর উপ-ধারা (২) এবং ধারা ২৩ এর উপ-ধারা (২) এর সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া সদস্য প্রতিষ্ঠানের রেজল্যুশনে আর্থিক সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে, সদস্য প্রতিষ্ঠান, রেজল্যুশন কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে, আর্থিক সহায়তা এবং সুরক্ষিত আমানতের পরিমাণের সহিত তুলনামূলক বিশ্লেষণ করিয়া বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত ও নির্দেশিত ফরমে ও আকারে তথ্য প্রেরণ করিবে।

(৩) প্রত্যেক সদস্য প্রতিষ্ঠান, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত ও নির্দেশিত ফরমে ও আকারে নিয়মিতভাবে আমানত এবং আমানতকারীগণের তথ্য প্রেরণ করিবে।

৩২। সুরক্ষিত আমানত পরিশোধ পদ্ধতি।– (১) বাংলাদেশ ব্যাংক, অবসায়কের নিকট হইতে তথ্য প্রাপ্তির ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে, সদস্য প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেক আমানতকারীকে সুরক্ষিত পরিমাণ আমানতের অর্থ পরিশোধ করিবে।

(২) বাংলাদেশ ব্যাংক পরিশোধের জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি গ্রহণ করিতে পারিবে, যেমন-

(ক) আমানতকারীর অন্য কোনো ব্যাংক হিসাবে সুরক্ষিত আমানত স্থানান্তর;

(খ) পে-আউট এজেন্ট ব্যাংকের মাধ্যমে পরিশোধ;

(গ) অন্য কোনো উপায়ে পরিশোধ।

(২) কোনো সদস্য প্রতিষ্ঠান অবসায়ন বা রেজল্যুশন প্রক্রিয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহনের পর, বাংলাদেশ ব্যাংক অনতিবিলম্বে আমানত পরিশোধ পদ্ধতি সম্পর্কে আমানতকারীগণকে অবহিত করিবে।

৩৩। আমানতকারীর আবেদন পুনর্বিবেচনা।– (১) যদি কোনো আমানতকারী, পরিশোধিত বা পরিশোধিতব্য সুরক্ষিত আমানতের পরিমাণের বিষয়ে কোনো আপত্তি উত্থাপন করেন, তাহা হইলে তিনি ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে উপযুক্ত প্রমানাদিসহ আমানত পুনর্বিবেচনার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন।

(২) আমানত সুরক্ষা বিভাগ প্রমানাদি পর্যালোচনা করিয়া ১৫ (পনেরো) কার্যদিবসের মধ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে এবং উক্ত আবেদনের সিদ্ধান্ত আমানতকারীকে অবহিত করিবে।

৩৪। অ-দাবিকৃত সুরক্ষিত আমানত পরিশোধ।– (১)সুরক্ষিত আমানত পরিশোধের পরও কোনো অদাবিকৃত আমানত অবশিষ্ট থাকিলে, আমানত সুরক্ষা বিভাগ, পাবলিক নোটিশ বা সরাসরি যোগাযোগের মাধ্যমে সুরক্ষিত আমানতের পরিমাণ এবং উহা উত্তোলনের পদ্ধতি সম্পর্কে আমানতকারীগণকে অবহিত করিবে।

(২) সদস্য প্রতিষ্ঠানের অবসায়নের তারিখ হইতে সর্বোচ্চ ১০ (দশ) বৎসর পর্যন্ত আমানতকারীর আমানত এই অধ্যাদেশের অধীন সুরক্ষিত রহিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) উক্ত সময় অতিবাহিত হওয়ার পর, আমানত সুরক্ষা বিভাগ, কোনো আমানতকারীকে অদাবিকৃত সুরক্ষিত আমানত পরিশোধ করিতে দায়বদ্ধ থাকিবে না।

৩৫। তহবিল হইতে ব্যয়িত অর্থ সমন্বয়।– (১) এই আইনের ধারা ১৪ এর উপ-ধারা (১) এর আওতায় সুরক্ষিত আমানত পরিশোধে ব্যয়িত অর্থ, ব্যাংক রেজল্যুশন অধ্যাদেশ, ২০২৫ এর ধারা ৭১ এ বর্ণিত দাবির অগ্রাধিকার ভিত্তিক তালিকা অনুযায়ী অবসায়িত ব্যাংক কোম্পানির পরিসম্পদ হইতে সমন্বয় করিতে পারিবে;

(২) ব্যাংক রেজল্যুশন অধ্যাদেশ, ২০২৫ এর ধারা ৯৮ এর আওতায় কোনা ফাইন্যান্স কোম্পানি অবসায়িত হইলে, এই আইনের ধারা ২৩ এর উপ-ধারা (১) অনুসারে সুরক্ষিত আমানত পরিশোধে ব্যয়িত অর্থ, ব্যাংক রেজল্যুশন অধ্যাদেশ, ২০২৫ এর ধারা ৭১ অনুসারে নির্ধারিত দাবির অগ্রাধিকার ভিত্তিক তালিকা অনুযায়ী অবসায়িত ফাইন্যান্স কোম্পানির পরিসম্পদ হইতে সমন্বয় করিতে পারিবে;

(৩) ফাইন্যান্স কোম্পানি আইন, ২০২৩ এর ধারা ৫১ এর উপ-ধারা (৩) এর অধীন কোনো ফাইন্যান্স কোম্পানির অবসায়নের ক্ষেত্রে এই আইনের ধারা ২৩ এর উপ-ধারা (১) অনুসারে সুরক্ষিত আমানত পরিশোধে ব্যয়িত অর্থ, ফাইন্যান্স কোম্পানি আইন, ২০২৩ এর ধারা ৫১ এর উপ-ধারা (৩) অব্যবহিত পরে, অথবা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নিধারিত পদ্ধতিতে অবসায়িত ফাইন্যান্স কোম্পানির পরিসম্পদ হইতে সমন্বয় করিতে পারিবে।

অধ্যায় ৮- দণ্ডের বিধান

৩৬। প্রিমিয়াম পরিশোধে ব্যর্থতার দণ্ড।– (১) যদি কোনো সদস্য প্রতিষ্ঠান, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে, ধার্যকৃত প্রিমিয়াম পরিশোধ করিতে ব্যর্থ হয়, তাহা হইলে, বাংলাদেশ ব্যাংক, উক্ত সদস্য প্রতিষ্ঠানের চলতি হিসাব হইতে উক্ত পরিমাণ অর্থ কর্তন করিবে এবং উহা আমানত সুরক্ষা তহবিলের সংশ্লিষ্ট হিসাবে জমা করিবে;

(২) বাংলাদেশ ব্যাংক, বিলম্বিত সময়ের জন্য, প্রিমিয়ামের উপর বাংলাদেশ সরকারের ট্রেজারি বন্ড/বিলের সুদের হারে, যাহা অধিক হয়, সেই হারে জরিমানা আরোপ করিতে পারিবে;

(৩)বাংলাদেশ ব্যাংকে সংশ্লিষ্ট সদস্য প্রতিষ্ঠানের চলতি হিসাবে নির্ধারিত তারিখে কোনো কর্তনযোগ্য অর্থ না থাকিলে বাংলাদেশ ব্যাংক কোনো নোটিশ প্রদান ব্যতিরেকে যে কোনো সময় জরিমানাসহ উক্ত পরিমাণ অর্থ কর্তন করিতে পারিবে;

(৪) যদি কোনো সদস্য প্রতিষ্ঠান পর্যায়ক্রমে ২ (দুই) বার প্রিমিয়াম পরিশোধ করিতে ব্যর্থ হয়, তাহা হইলে বাংলাদেশ ব্যাংক উক্ত প্রতিষ্ঠানকে শুনানির সুযোগ প্রদান করিবে;

(৫) যদি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত ব্যাখ্যা সন্তোষজনক না হয়, তাহা হইলে প্রতিষ্ঠানটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য আমানত গ্রহণ হইতে বিরত থাকিবার আদেশ জারি করিতে পারিবে এবং তাহা বিজ্ঞপ্তি আকারে প্রকাশ করিতে পারিবে;

(৬) যদি প্রিমিয়াম পরিশোধে বার বার ব্যর্থ হয়, তাহা হইলে পর্ষদ বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরের নিকট আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করিবে।

অধ্যায় ৯-বিবিধ

৩৭। আইনগত সুরক্ষা।– (১) এই অধ্যাদেশের অধীন নির্ধারিত ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে, পরিচালনা পর্ষদের বর্তমান অথবা পূর্বেকার সদস্য গণ, আমানত সুরক্ষা বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ অথবা নিয়োজিত অন্য কোনো ব্যক্তি তাহাদের দায়িত্ব পালনকালে উদ্ভূত পরিস্থিতির জন্য দায়ী থাকিবেন না এবং তাহাদের বিরূদ্ধে আদালতে কোনো দেওয়ানী বা ফৌজদারি মামলা বা প্রশাসনিক বা অন্যান্য আইনগত কার্যধারা দায়ের বা পরিচালনা করা যাইবে না, যদি না প্রমানিত হয়, উক্ত কার্য ধারা অসৎ উদ্দেশ্যে, অসাবধানতা বা গুরুতর গাফিলতির সহিত সম্পাদিত হইয়াছে;

(২) উক্ত মামলায় উত্থাপিত কোনো অভিযোগ বা আপত্তির আইনগত মীমাংসা সংক্রান্ত ব্যয় তহবিল হইতে নির্বাহ করা হইবে।

৩৮। আমানত সুরক্ষা তহবিলের নিরীক্ষা।– আমানত সুরক্ষা তহবিলের স্থিতিপত্র, প্রতি অর্থ বৎসরে, পর্ষদ কর্তৃক নিয়োগকৃত নিরীক্ষক দ্বারা নিরীক্ষা করিতে হইবে, নিরীক্ষকের যোগ্যতা এবং নিয়োগ দানের পদ্ধতি পরবর্তীতে বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

৩৯। নিরীক্ষিত প্রতিবেদন দাখিল।– (১)নিরীক্ষক কর্তৃক প্রত্যয়িত, মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) কর্তৃক স্বাক্ষরিত এবং পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত আমানত সুরক্ষা তহবিলের নিরীক্ষিত স্থিতিপত্র অনুমোদনের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে সরকারের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

(২) নিরীক্ষিত স্থিতিপত্র সরকারের নিকট প্রেরণের ৭ (সাত) কার্য দিবসের মধ্যে জন সাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করিতে হইবে।

৪০। বাংলাদেশ ব্যাংক ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের মধ্যে তথ্য বিনিময়।– (১) এই অধ্যাদেশ বা আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বাংলাদেশ ব্যাংক ও অর্থমন্ত্রণালয়, কোনো সদস্য প্রতিষ্ঠানের আমানতকারীর আমানত সুরক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে এই অধ্যাদেশের অধীন সরকার কর্তৃক অর্থায়ন বা অর্থায়নের ব্যবস্থা প্রয়োজন হইতে পারে এইরূপ পরিস্থিতির জন্য পূর্ব-পরিকল্পনা , প্রস্তুতি গ্রহণ ও সম্ভাব বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া সম্পর্কে পারস্পরিক তথ্য বিনিময় করিবে।

(২) সরকার, সচিব, কর্মকর্তা বা মন্ত্রণালয়ে নিযুক্ত বা মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলির সহিত সম্পর্কিত অন্য কোনো ব্যক্তি, উপ-ধারা (১) এর অধীন বিনিময়কৃত সকল তথ্যের বিষয়ে কঠোর গোপনীয়তা বজায় রাখিবেন এবং নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্র ব্যতীত উক্ত রূপ কোনো তথ্য অন্য কোথাও প্রকাশ করিবেন না, যথা: -

(ক) আদালতের আদেশ পরিপালন;

(খ) এই অধ্যাদেশের অধীন তাহার দায়িত্ব পালনে; অথবা

(গ) এই অধ্যাদেশ বা অন্য কোনো আইনের বিধান পরিপালনের জন্য।

অধ্যায় ১০- অন্তর্বর্তী বিধান

৪১। রহিতকরণ ও হেফাজত।– (১) ব্যাংক আমানত বীমা আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ১৮ নম্বর আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এতদ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন রহিতকরণ সত্ত্বেও, উক্ত আইনের অধীন-

(ক) কৃত কোনো কার্য, গৃহীত কোনো ব্যবস্থা বা প্রবর্তিত কোনো কার্যধারা এই অধ্যাদেশের অধীন কৃত, গৃহীত বা প্রবর্তিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে; এবং

(খ) প্রণীত কোনো প্রবিধান, জারীকৃত কোনো প্রজ্ঞাপন, প্রদত্ত কোনো আদেশ, নির্দেশ, অনুমোদন, সুপারিশ, প্রণীত সকল পরিকল্পনা বা কার্যধারা এবং উক্ত রহিতকরণের অব্যবহিত পূর্বে বলবৎ সকল হিসাব বিবরণী ও বার্ষিক প্রতিবেদন, এই অধ্যাদেশের কোনো বিধানের সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ না হওয়া সাপেক্ষে, উহাতে উল্লিখিত সময়সীমা শেষ না হওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন রহিতকরণ সত্ত্বেও, উক্ত আইনের অধীন-

(ক) বীমাকৃত সকল ব্যাংক কোম্পানি, আমানত সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৫ এর অধীন গঠিত আমানত সুরক্ষা তহবিল (ব্যাংক কোম্পানি) দ্বারা সুরক্ষিত বলিয়া গণ্য হইবে;

(খ) আমানত বীমা ট্রাস্ট তহবিলে জমাকৃত সকল অর্থ আমানত সুরক্ষা তহবিলে (ব্যাংক কোম্পানি) স্থানান্তরিত হইবে।

(৪) ব্যাংক আমানত বীমা আইন, ২০০০ এর অধীন প্রণীত সকল প্রবিধান, কার্যাবলী, হিসাব বহি, রেজিস্ট্রার, রেকর্ডপত্র এবং অন্যান্য দলিলাদি, নতুন প্রবিধান অনুমোদিত না হওয়া পর্যন্ত এই অধ্যাদেশের অধীন প্রণীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

৪২। প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা।– (১) বাংলাদেশ ব্যাংক, সার্কুলার জারী অথবা গেজেট নোটিফিকেশন মারফত, এই অধ্যাদেশের অধীন নিম্নবর্ণিত প্রবিধানমালা ও নির্দেশাবলি প্রণয়ন করিবে: -

(অ) সদস্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিয়মিত প্রতিবেদন দাখিল বিষয়ক প্রবিধানমালা;

(আ) বার্ষিক ঝুঁকি ভিত্তিক প্রিমিয়াম হিসাবায়ন ও সংগ্রহ বিষয়ক প্রবিধানমালা;

(ই) বিশেষ প্রিমিয়াম হিসাবায়ন ও সংগ্রহ বিষয়ক প্রবিধানমালা;

(ঈ) তহবিল হইতে সুরক্ষিত আমানত পরিশোধ বিষয়ক প্রবিধানমালা;

(উ) বহিঃ নিরীক্ষক হইবার যোগ্যতা ও নিয়োগের শর্তাবলী নির্ধারণ বিষয়ক প্রবিধানমালা;

(ঊ) ব্যাংক নিস্পত্তিতে তহবিল হইতে আর্থিক সহায়তা প্রদান বিষয়ক প্রবিধানমালা;র্ব্র্

(ঋ) জনসাধারণকে সচেতনতামূলক তথ্য প্রদান বিষয়ক প্রবিধানমালা;

(এ) বিনিয়োগ নীতি;

(ঐ) তহবিলের আকার নির্ধারণ পদ্ধতি বিষয়ক প্রবিধানমালা;

(ও) ঝুঁকি ভিত্তিক প্রিমিয়াম পদ্ধতি বিষয়ক প্রবিধানমালা।

(২) এছাড়া, এই অধ্যাদেশ বাস্তবায়নার্থে বাংলাদেশ ব্যাংক অন্যান্য প্রবিধানমালা ও নির্দেশাবলি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

৪৩। ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ।― (১) এই অধ্যাদেশ প্রবর্তনের পর, সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের মূল পাঠের ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (authentic English text) প্রকাশ করিতে পারিবে।

(২) বাংলা ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।